ONLINE MAGAZINE

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

প্রজ্ঞা

15 AUG 2020

CHANDROKONA VIDYASAGAR MAHAVIDYALAYA

সম্পাদকের কলমে

- *অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এই বিশ্বব্যাপী অতিমারির সময়ে আমার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রযুক্তির মাধ্যমে একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে পেরে। এই সময় আমাদের সকলের কাছেই খুব অসহনিয়।কঠিন সময়েও নিজের মনে প্রশান্তি রেখে কিছু সৃজন করার ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র । প্রায় সকল ছাত্র–ছাত্রী তাদের সাধ্যমতো লেখা দিয়েছে। সকলকে আমার অনেক শুভেচ্ছা।একেবারে নতুন কিছু সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন । তবুও এই পত্রিকার মাধ্যমে নিজের কিছু সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটানো সম্ভব। কবিতা, গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে বা নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করা যায়। পরবর্তীতে সকলেই কিছু লেখা দেবে এই কামনা করি। আমার সহকর্মীদের ঐকান্তিক সহযোগীতায় আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ পাঠকবর্গকে আমাদের এই online পত্রিকাকে সমাদৃত করার জন্য।*

প্রকৃতির খেলা

কুমারজ্যোতি পাল

৪র্থ সেমিস্টার, দর্শন সাম্মানিক

তুমি এসেছিলে গভীর রাত্রে,
তোমার নির্মলতা দেখেই জীবন কেটেছিল,
দেখিনি তোমার কঠোর রূপ;
যখন রাতের অন্ধকারে এসেছিলে
বুঝিনি তুমি এতটাও ভয়ঙ্কর হবে,
নিজের সৃষ্টিকে নিজের হাতেই ধ্বংস করে চলে যাবে।
তোমার সৌন্দর্য উপভোগ করি আমরা,
নিষ্ঠুরতাও মেনে নিয়েছিলাম সেদিন,
সকালে উঠে দেখি শত শত মানুষের আর্তনাদ
উঠানের চারিদিকে থই থই করছে জলে,
আশ্রয়হীন মানুষের চিৎকার চারিদিকে।
পারছিলাম না ঘর নামক বাক্সটায় বন্ধ থাকতে
মনটা বারবার অসহায় মানুষগুলোর কথা ভেবেছিল,
মাগো তোমার কঠোরতা দেখেছিলাম সেদিন
আজও ভুলতে পারিনি সেদিনের কথা,
শুনেছি ধ্বংসের মাধ্যমে সৃষ্টির আগমন।
ক্ষতটা হয়তো পূরণ করে দেবে তুমি,
কিন্তু ক্ষতিটা পূরণ করতে পারবে না।

*****

আমি নাস্তিক

সুমনা কারক, ২য় সেমিস্টার, দর্শন (সাম্মানিক)

আমি ভাই নাস্তিক মানি না ঈশ্বর, বেদের কথা;
আমার জগতে পিতা–মাতা–গুরু আরাধ্য দেবতা;
আমি শুধু মানুষ চিনি, মানুষের গাই গান;
মানুষই তো সবার সেরা, মানুষই ভগবান।
আমি যবে রোগে ভুগি, মাই সেবা করে;
ডাক্তার ঔষদ দেয় লিখে রোগ যায় সেরে।
শিক্ষা দেন শিক্ষাগুরু অজানাকে জানি;
এদেরকেই প্রভু ভাবি, ঈশ্বর বলে মানি।
প্রকৃতি আমার মায়ের সমান তাকেও স্বীকার করি;
কিন্তু এসবের বাইরে আমি অবিশ্বাসে মন ভরি।
পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক ও সব কিছু নেই;
এই জন্মই শেষ মানি, সব শেষ এ জন্মেই।
আমি তো নাস্তিক তাই, বুদ্ধি দিয়ে বুঝি;
মানুষই করে সকল কিছু তাই শুধু মানুষ ভজি ।

***

দর্শন কি?

শ্রেয়সী ব্যানার্জি
৪য় সেমিস্টার,
দর্শন (সাম্মানিক)

সবার সেরা সবার পরে,
দর্শনের হয় শুরু;
সক্রেটিসকে বলে শুনি
দার্শনিকদের গুরু।
বাদ আর মতবাদের ভীড়ে
বিশ্লেষণ আলোচনা;
কিছুই নয় সর্বশ্রেষ্ট,
সবের হয় সমালোচনা।
ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে,
আছে ভূততত্ত্ব;
আসল নকল কোনটা কি?
কি বা প্রকৃত সত্য?
যত পড়ি যত বুঝি
ততই অবাক লাগে;
দর্শন টা সত্যি যে কি
আজও প্রশ্ন জাগে।

এইটুকু বুঝেছি আমি
আমার ছোট মনে;
দর্শন ছাড়া চলে না কিছু
ইহলোক ও জীবনে।

দর্শন হল প্রকৃত সত্য,
জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ;
দর্শন হল যথার্থ নিয়ম
বেদের অন্তিম ভাগ।

দর্শন পড়লে জীবন গড়ে,
মনে জাগে শান্তি;
তাই বলি দর্শন পড়ো
ঘুচবে সকল ভ্রান্তি।

****

আতঙ্কের সময়

রিমা অধিকারী
৩য় বর্ষ,
ইংরাজি (সাম্মানিক)

জনমানব হীন প্রান্তরে যেন কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে।
শরতের আকাশ আতঙ্কের কালো মেঘে ঢেকেছে।।
মুছে গেছে খুশির রঙ, সবার মুখ বিবর্ণ,, ফ্যাকাশে ।
মৃত্যু থেকে বাঁচতে সবাই মুখ ঢেকেছে মুখোশে।।
মহামারীর সাথে সবাই করছে বাঁচা – মরার লড়াই ।
ভুলে গেছে সবাই আজ অর্থের বড়াই।।
বন্দী হয়েছে সবাই নিজেরই ঘরে ।
ক্ষুদ্র এক জীবাণুর কাছে প্রাণ ভিক্ষা করে।।
নেই কোনো ভেদাভেদ,, কে হিন্দু,,কে বা মুসলমান ।
সবার কাছে আজ ডাক্তার ই ভগবান।।
রক্তপিপাসু কবরখানায় মৃতদেহ পড়ে আছে সারে সারে ।
ক্ষুদার্থ শ্মশান ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে না মৃতদেহের ভারে।।
সুন্দর পৃথিবী আজ যেন ভয়ংকর মৃত্যুপুরী ।
বিশ্ববিধাতা মঙ্গলময় তোমার দয়া প্রার্থনা করি।।
😳😳😳😳😳😳

বন্ধুত্বের সম্পর্ক

পায়েল সাঁতরা
৪র্থ সেমিস্টার, দর্শন (সাম্মানিক)

আমার ভালো লাগে আমাদের আড্ডা
যেখানে জমাই সবাই ঠাট্টা।
জীবনের কত কথা করি আলোচনা
জানি সে সব–ই বাস্তবে ফেল্ না ।
বন্ধুর সাথে সেথায় হয় মন–কষাকষি
সবকিছু ভুলে গিয়ে একত্রে হাসি।
কেউ করে কারও সাথে কিছু রসিকতা
বিপদে পড়লে সেই করে সহযোগিতা।
ছেলেবেলার এই জীবনস্মৃতিতে থাকবে
পরে কি কাউকে কাহারও মনে পড়বে ?
বন্ধু উৎসবে সবাইকে জানাই আমন্ত্রণ
সবাইকে গিয়ে করি তারই আয়োজন।
সকলেই সকলকে ধরে রাখি মনে
এই মধুর বন্ধুত্ব সবাই– ই জানে।
আমি ভাবি এ সম্পর্ক রাখবো সারা জীবনে
মানুষকে মানুষের একদিন লাগবে প্রয়োজনে।
♠♠♠♠♠♠

শতবর্ষ পর

সুস্মিতা দে, ৩য় বর্ষ, ইংরাজি (সাম্মানিক)

সালটা এবার দু-হাজার কুড়ি, রোগ নিয়ে তড়িঘড়ি-
ঠিক একশো বছর পর, আবার এল মহামারী।
এক অজানা ভাইরাস, নাম নিয়েছে করোনা,
দু-একটা দেশ নয় পুরো বিশ্বে দিয়েছে হানা।।
চিন-আমেরিকা-ইতালি করেছে পুরো ছারখার
মৃত্যুর পথিক জীবন আজ, সময় হয়নি থামার!
লক ডাউনের জেরে তবু এলে দেরী করে
ভারতমাতার সন্তানদের মারবে বলে জ্বরে...
বিশ্বজুড়ে মহামারী যখন, সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত
যুদ্ধ লেগেছে দেশে দেশে নিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র!
ভারতবাসীর রক্ষার্থে ভারত সৈন্য-জওয়ান
করছে যুদ্ধ মোদের জন্য, আনছে যুদ্ধবিমান।।
চিকিৎসকেরা যোদ্ধা আজি, ব্যস্ত তারা দিন-রাত
মৃত্যুঞ্জয়ী রোগীরা তাই বাড়ি ফিরছে আজ।
দেখছি-শুনছি অনেক খবর হলে করোনা
'বেড নেই' বলে অনেক রোগীর স্পর্শ কেউ নেয় না!

মৃত্যু-যুদ্ধ সকলের মাঝে হিন্দু - মুসলমান,
রাজনীতি আর শিক্ষাব্যবস্থায় স্টুডেন্টরা হয়রান।
রয়েছে ধোঁয়াশা এক্সাম আর রেজাল্টকে নিয়ে
স্টুডেন্টরা আজ পড়াশোনা থেকে যায় যে পথ হারিয়ে।
স্কুল ছুটি তাই ছোট্ট শিশুরা অনলাইনে দিনরাত-
সকাল থেকে দুপুরের ক্লাস করে হয় কুপোকাত।
শিশুগুলি আজ খেলতে না পেয়ে চার দেওয়ালে বন্ধ
প্রকৃতির পরশ পায় না তারা হয় যে বাড়িতে ক্ষুব্ধ...
না জানি আরো কত কোল খালি করে যাবে এ মহামারী
Covid-19 ক্ষুদ্র তুমি তবু তোমার ভয়েই ডরি!
তবু মন বলে এই আঁধারে জ্বলবে আশার আলো
তখন মোরা আপনজনেরে পরাবো খুশির জয়মাল্য।

লেখাপড়ার মুল্য

অনুশ্রী চক্রবর্তী
২য় সেমিস্টার,
দর্শন (সাম্মানিক)

যখন আমি ছোট ছিলাম, বুঝতাম না পড়ার মুল্য;
এখন বড়ো হয়ে বুঝি কিছু নেই শিক্ষার তুল্য।
যতই পড়ি তত শিখি, শেখার কত বাকি!
এজীবনে শিক্ষা বিনা সবই মিথ্যা ফাঁকি;
শিখলে পরে সুখ আসে, দুঃখ যায় যে দুরে;
পড়াশোনায় আছে মধু, আনন্দ হৃদয় জুড়ে।
সময় থাকতে যেন আমি শিখতে পড়তে পারি;
লেখাপড়ার তরে আমি কোথাও নাহি হারি।
লেখা পড়া করি এসো যতটুকু সময় পাই;
লেখাপড়াই আসল কেবল, বাকি সব মিথ্যা ভাই ।

বসন্তের প্রতি

গৌরব বাপলি
৪র্থ সেমিস্টার,
দর্শন (সাম্মানিক)

ওগো ঋতুরাজ শরৎকাল ,
বৎসরে তুমি আসো না কেন দুইবার ?
প্রথমেই তোমাকে জানাই নমস্কার ।
তুমি এনেছ মাঠে মাঠে কাশফুল ,
তুমি ফুটিয়েছো গাছে গাছে শিউলি ফুল ,
রাশি রাশি সাদা তুলোর মতো মেঘ
ছড়িয়েছো তুমি এই সুন্দর নীল আকাশে ।
তাই তোমাকে বলি ওগো শরৎকাল বৎসরে
তুমি আসো না কেন দুই বার ?
তোমার মত আর কোন ঋতু
দিতে পারেনা এমন আনন্দ আর ।
তোমার আগমনীর গানে গানে
পৃথিবী সাজছে নতুন রঙে ।
ভেঙে দাও তুমি দুঃখ কষ্টের খেলা
নিয়ে আসো তুমি এক আনন্দের মেলা
তাই বলি ওগো ঋতুরাজ শরৎকাল –
তুমি আসো না কেন দুই বার ?
দেখতে দেখতে কেটে যাবে কবে
এই দিন ভুলতে কি পারবো তোমার এই ঋণ ?
আগামী বছরে আবার আসবে জানি
সেই আশাতেই সকলে দিন গুনি ।

আদেশ

কল্যাণ মণ্ডল
সহ অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান,
দর্শন বিভাগ

প্রতি প্রাতে জোর হাতে ধর বাবা মার চরণ,
মনে মনে জাগরণে কর ঈশ্বরকে স্মরণ।
তারপরে ধীরে ধীরে সারো দৈনন্দিন কর্ম,
তার মাঝে কোন কাজে করোনা কভু অধর্ম।
সত্য আলো নিত্য জ্বালো দেখতে পাবে শান্তি,
ভ্রান্তি ভয় হবে ক্ষয় মিটবে সব ক্লান্তি।
ভালোবেসে হেসে হেসে করো সবে উপকার,
তার বদলে প্রতিপলে পাবে অপূর্ব পুরস্কার।
কভু কখনো কেহ যেন যেওনা অসৎ পথে,
সেথা কেবল নয়নের জল রয়েছে কন্টক তাতে।
সবে জানে সবে মানে কর্মের আছে ফল,
কর্মের দোষে আসে শেষে হাসি চোখে জল।
নিন্দা ঘৃণা কর্তব্য হিনা কখনো যেন হইও না,
যা দেবে তাই পাবে, এ কথা ভুলে যেওনা।
অহংবোধ কিংবা ক্রোধে যদি কারে করো হেলা
,দেখবে তবে ফিরে পাবে সমান সমান জ্বালা।

মাকে মনে পড়ে

অর্পিতা ঘোষ,
২য় সেমিস্টার, দর্শন,
(সাম্মানিক)

মাগো তুমি দাওনা দেখা একতিবার!
তোমায় মনে পড়ছে যে বারবার ।
কোথায় তুমি গিয়েছ চলে?
আমায় কোন কথা না বলে!
তোমায় ছাড়া থাকতে পারি না যে;
সকল সময় কেবল তোমাকেই যাই খুঁজে।
কেমন করে ভুলে গেলে তোমার সন্তানেরে;
দেখে যাও তুমি ছাড়া রয়েছি অন্ধকারে।
সকলের মা যখন ছেলেদের করে আদর!
বুকটা তখন ফেটে যায় কাঁদি নয়নে অঝর।
তোমার ভালোবাসার স্মৃতিগুলো কেবল মনে পড়ে,
তোমায় ছাড়া মাগো আমার ঘুম নাহি ধরে।
তোমায় মনে পড়ে মাগো শূন্য এই নীড়ে!
দয়াময় দয়া করে দাও না মাকে ফিরে।
যেখানেই থাকো মাগো ভালো থেকো তুমি;
তুমি বিনা জীবন মোর যেন শূন্য মরুভূমি।
😭😭😭😭😭

প্রত্যক্ষের সীমা

সঞ্চিতা রায়
৪য় সেমিস্টার, দর্শন
(সাম্মানিক)

নিজের চোখে নিজের কানে দেখে শুনে বুঝে;
মানবে সব যুক্তি দিয়ে সত্যটা নেবে খুঁজে।
যা কিছু পাবে না, জানবে না স্বচোখে;
মানবে না তা একেবারে, মিথ্যা বলবে তাকে ।
এ কথা তারাই বলে যারা প্রত্যক্ষবাদী;
প্রত্যক্ষ ছাড়া প্রমাণ নেই, অনুমান, শব্দ আদি।
এখানেই সীমা যে পাই প্রত্যক্ষবাদের মাঝে;
কতটুকুই বা দেখি মোরা, কেই বা তাহা বোঝে ।
অনুমান ছাড়া কবে কে বাঁচতে পেরেছে?
শব্দ ছাড়া কবে কারই বা জ্ঞান বেড়েছে!
উপমার দ্বারাও বোধ হয়, পথে মাঠে ঘাটে;
কে বলে জীবন শুধু প্রত্যক্ষের দ্বারাই কাটে;
চোখে যা দেখি রে ভাই, সব কি সত্য আসল;
অনেক কিছুই আসল ভেবে শেষে সবই নকল।
মোদের পূর্ব পূর্ব পুরুষ যাদের দেখি নাই কভু;
অনুমান করে মানতেই হয়, তাদের সত্তা তবু।
বেদ ঈশ্বর আত্মা আদি কিছুই যায় না দেখা।
কিন্তু যুক্তি অনুমানে সত্যই আছে লেখা।
যখন তুমি পড়বে বাঁধা চোখের সীমানায়;
তখনই তুমি সীমিত হবে, অনেক রবে অজানায়।
নিজের মাঝে যে জন রয় তারেও চিনতে পাবে।
প্রত্যক্ষের বাইরেও জগৎ আছে মানতেই তোমায় হবে।
❁ ❁ ❁ ❁ ❁

করোনার চিঠি

কাকলি ঘোষ, আংশিক সময়ের অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

আমি যে এসেছি জগদীশ্বরের দূত হয়ে,
এসেছি তোমাদের বার্তা দিতে---
ব্যর্থ মানবজাতি, ব্যর্থ মানবজাতি
নিজেকে একচ্ছত্র অধিনায়ক হিসেবে প্রমাণ করতে তুমি ব্যর্থ।
এসেছি তোমাদের বোধগম্য করাতে।।
হে শ্রেষ্ঠ জীব,
দুনিয়াটাকে নিজের হাতের মুঠোয় আনতে তুমি অসফল,
জল ছাড়া মাছ যেমন হয়, খানিকটা সেইরূপ
আজ এসেছি তোমাদের সেই নতুন রাজ্যে নিয়ে যেতে___
যেখানে আজ এতদিন পরে__
মনুষ্যেতর ও প্রাণীর মুখে হাসি ফুটেছে।।

লুপ্তপ্রায়রা বলছে 'করোনা আমাদের বাঁচিয়ে দিল'।
সামুদ্রিক প্রাণীর আর প্লাস্টিক খাওয়ার ভয় নেই,
আর সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোষ্টের হিড়িক নেই,
বুড়ো বটবৃক্ষ অন্যান্য গাছের সাথে আনন্দে মত্ত
সবার মুখে আজ একই কথা--
যাক শেষে, মানব সভ্যতাও বুঝল।।

একটু ইতিহাসের পাতায় চোখ ফেরানো যাক,
ব্রাজিলের অরণ্য ধ্বংসের মাধ্যমে কেড়ে নিয়েছিলে
আমাদের বাসস্থান, আমাদের মাতৃক্রোড়,
সর্বস্বান্ত করে দিয়েছিলে আমাদের।
অথচ যাকে বিশ্বের ফুসফুস বলে অভিহিত করো তোমরাই,
আর ফুসফুস জ্বালিয়ে দিলে শ্বাসকষ্ট তো অনিবার্য।।

আজ সারা বিশ্ব কাঁদছে।।
ঠিক যেমনটা তুমি আমাদের কাঁদিয়ে ছিলে
এ তোমার প্রাপ্য মানব সভ্যতা, এ তোমার প্রাপ্য,
প্রকৃতির চরম প্রতিশোধ স্পৃহার আগুনে, আমি এক ফুলকি মাত্র,
যার এক এবং অদ্বিতীয় লক্ষ্য,
প্রকৃতির অন্যান্য শ্রেণীর মুখে হাসি ফোটানো।।

তোমাদের মানবাধিকার লংঘন হলে,
তার উপযুক্ত বিচার তোমরা ছিনিয়ে নাও।
কিন্তু আর বাকিরা, তোমাদের কারণে
তাদের সমস্যা, ন্যায় অন্যায় বিচার - অবিচার
এসবের চিন্তা কি এক মুহূর্তের জন্যও
তোমার চিন্তার ঝুলিতে ঠাঁই নিতে পারে না..?

আজ মাস্ক, উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞান, স্যানিটাইজার
কেউই তোমার কিছুই করতে পারবে না,
প্রকৃতির প্রতি তোমাদের মমত্ববোধ।
প্রকৃতির প্রতি তোমাদের স্নেহের পরশ।
প্রকৃতির প্রতি তোমাদের অনুরাগ।।

হ্যাঁ। তবে এখনো আমি আমার শেষ প্রশ্নের প্রতীক্ষায়,
জনজীবনের এই চরম সংকট ও কি পারবে
প্রকৃতির উপর আরোপ করা নির্মম অত্যাচারের ইতি টানতে__
উত্তরের আশায়,
আমি করোনা।

ক্ষুদার তরে

বর্ণা বক্সী,
২য় সেমিস্টার, দর্শন
(সাম্মানিক)

জীবদেহ মাত্রই আছে যে তার ক্ষুধা,
মিটবেনা সে যতই খাক অমৃত ও সুধা।
প্রতিদিন প্রভাতে ওঠে যখন রবি,
তখনই ফুটে ওঠে ক্ষুধা লাগার ছবি।
সকাল হলেই শুনতে পাই শিশুর ক্রন্দন,
কখন সে মাতৃক্রোড়ে করিবে ক্ষুধা নিবারণ।
প্রতিদিন ভিখারী ক্ষুধা করিতে নিবৃত্তি,
এসেছে তার মনে তাই ভিক্ষার প্রবৃত্তি।
কৃষক ভাই ক্ষুধার জ্বালায় করে হাল-কর্ষণ,
সেও ভাবছে হবেই তার ভাল ফলন।
মৌমাছি ক্ষুদার জ্বালায় ফুলে ফুলে করে ভ্রমণ,
ক্ষুধা মেটাবার তরে করে মধু চয়ন।
কবিদের ক্ষুধা লাগে কাব্য রচিবারে,
বিজ্ঞানের ক্ষুধা লাগে নতুন সৃষ্টি তরে।
তাই বলি জীবের ক্ষুধা যতদিন রবে ভুবনে,
ততদিন হাসি কান্না থাকবে মোদের মনে।

ভালো কথা

সৌমি ঘোষ,
২য় সেমিস্টার,
দর্শন, (সাম্মানিক)

সত্য কথা বলা ভালো, ন্যায় পথে চলা;
মুখে হাসি রাখা ভালো,সৃজন শিল্প কলা ।
নিজ কর্ম করা ভালো ,ভালো বই পড়া;
সদিচ্ছা থাকলে ভালো বিশ্ব বসুন্ধরা।
অনুদান দেওয়া ভালো,কিছু না চাওয়া;
দুনিয়ার দুই নিয়ম ভালো দেওয়া ও নেওয়া।
সকালে রবির মিষ্টি আলো,অপরূপ সুন্দর সৃষ্টি;
লাগে ভালো গ্রীষ্মের পরে যখন আসে বৃষ্টি ;
ফুলের শোভা, শিশুর হাসি,ভালো কার না লাগে?
নবীন পাতা, স্নিগ্ধ বাতাস,মনে প্রশান্তি জাগে ।
সকলই ভালো সকলই শুভ;সকলই মঙ্গলময়;
এ সব বুঝতে পারলে ভালো না পারলে বিপর্যয়।

সম্পাদনা ও সার্বিক পরিকল্পনায় - অধ্যাপক কল্যাণ মন্ডল

সহযোগিতায়- ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

ধন্যবাদ